بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-১২/০১ | শুক্রবার, ০২ জিলহজ্জ, ১৪৪১ হিজরী | ২৪/০৭/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বাংলাদেশের জনগণের জীবন-জীবিকা রক্ষায় ব্যর্থ হলেও শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে ভারতীয় পণ্য স্থানান্তরের (ট্রান্সশিপমেন্ট) অনুমোদন দিয়ে মার্কিন-ভারত স্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ হয়নি

২০১৮ সালে সম্পাদিত উপকূলীয় শিপিং চুক্তির অংশ হিসেবে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে ভারতীয় জাহাজবাহী ট্রান্সশিপমেন্ট পণ্যসমূহের প্রথম পরীক্ষামূলক চালান ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের স্থলবেষ্টিত রাজ্যসমূহে পৌঁছেছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের এই কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ব্যবহারের পেছনে অর্থনৈতিক নয়, বরং কৌশলগত উদ্দেশ্য বিদ্যমান, যে বিষয়টিকে অবশ্যই এই অঞ্চলকে ঘিরে মার্কিনীদের ভূ-রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের আলোকে পর্যালোচনা করতে হবে, অর্থাৎ চীনকে মোকাবেলার পাশাপাশি এই অঞ্চলে দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্'র মোকাবেলায় ভারতকে শক্তিশালী করে তোলা, যেহেতু খিলাফতের প্রত্যাবর্তন অতি আসন্ন, বি'ইযনিল্লাহ্। তাই ভারত আমাদের কৌশলগত সম্পদ এবং অবকাঠামোসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে, যার জন্য তারা ইতিমধ্যেই ৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি বিস্ময়কর ঋণ প্রদানে সম্মত হয়েছে। বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর চরম বিশ্বাসঘাতকতা এই মুশরিক রাষ্ট্রকে আমাদের উপর আধিপত্য বজায় রাখার সুযোগ করে দিচ্ছে, যদিওবা সাম্রাজ্যবাদী কাফির-মুশরিকদের কর্তৃক শ্রীলংকাসহ বিভিন্ন দেশকে তাদের ভূ-রাজনীতির শিকারে পরিণত করার জ্বলন্ত উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। ২০১১ সালে ভারত প্রথমে উত্তর শ্রীলংকার কঙ্কনসন্তুরাই বন্দরের নিয়ন্ত্রণ নেয়, আর এখন তারা এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবেলার জন্য পূর্ব ত্রিনকোমালী বন্দরের নিয়ন্ত্রণ নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ("শ্রীলংকাকে নিয়ে ভারত ও চীনের মধ্যে টানাপোড়েন", দ্য ডিপ্লোম্যাট, ২৩শে মে, ২০১৭)। ত্রিনকোমালীতে একটি বড় তেল সংরক্ষণাগার ও একটি তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এল.এন.জি) প্ল্যান্ট পরিচালনা করা, এবং ত্রিনকোমালী বন্দরকে একটি কৌশলগত ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছাড়াও ভারত আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও আঞ্চলিক যোগাযোগ জোরদার করার নামে শ্রীলঙ্কায় রেল ও সড়ক নির্মাণ প্রকল্পে সহায়তা করছে - বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ভারত একই মডেল অনুসরণ করছে; ইতিমধ্যেই ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এল.পি.জি আমদানির জন্য আমাদের গভীর-নৌবন্দরে একটি বৃহৎ টার্মিনাল স্থাপনের জন্য বাংলাদেশের সাথে চুক্তি করেছে, এছাড়াও এল.এন.জি ও পেট্রোকেমিক্যাল ব্যবসায়ে বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

হে দেশবাসী, আমাদের কৌশলগত সম্পদ ও অবকাঠামোসমূহকে এই মুশরিক শত্রুদের হাতে তুলে দেয়ার মাধ্যমে এবং বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত করতে বর্তমান বিশ্বাসঘাতক শাসকগোষ্ঠী দেশের সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে দিতে কখনই পিছপা হবে না। পশ্চিমা কাফিরদের মদদপুষ্ট এই দালাল শাসকগোষ্ঠী শুধুমাত্র কাফির সাম্রাজ্যবাদীদের ঘুঁটি হিসেবে তাদের ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে। মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্'র (সাঃ) পদ্ধতি অনুসারে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদের মুসলিম এই ভূ-খন্ড হতে পশ্চিমা আধিপত্যবাদের চির অবসান ঘটানো এবং এই দালাল শাসকদেরকে তাদের বিশ্বাসঘাতক কর্মকান্ডের জন্য বিচারের সম্মুখীন করার। ২য় খিলাফতে রাশিদাহ্'র প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহ্ খুব শীঘ্রই শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্রের নেতৃত্বের এক নতুন যুগে প্রবেশ করবে এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে কাফির শক্তিসমূহের কোন কর্তৃত্ব সহ্য করবে না। সুতরাং, জনগণের বিষয়াদির তত্ত্বাবধানের আভ্যন্তরীণ দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে খিলাফত রাষ্ট্র তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধরত শত্রু রাষ্ট্রগুলির সাথে সম্পাদিত সকল হারাম সন্ধি ও চুক্তিসমূহ বাতিল করবে, যাতে করে তাদের কাছ থেকে আমাদের সম্পদ পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি আমাদের উপর তাদের কোনরূপ কৌশলগত সুবিধা না থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়: **"এবং, আল্লাহ্ কখনো কাফিরদের জন্য মু'মিনদের উপর (কর্তৃত্বের) কোনো পথ রাখবেন না"** [আন-নিসা: ১৪১]। এবং, দাওআহ্ ও জিহাদের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের দায়িত্বের উপর ভিত্তি করে প্রণীত পররাষ্ট্র নীতির অংশ হিসেবে খিলাফত রাষ্ট্র মুসলিম ভূ-খন্ডসমূহকে কাফির-মুশরিকদের অবৈধ দখল ও আধিপত্য থেকে মুক্ত করে সেগুলোকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কাজ করবে। **হিযবুত তাহ্‌রীর** কর্তৃক প্রণীত আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্রের খসড়া সংবিধানের ১৮৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী: *"ইসলামের দাওআহ্ বহন করাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি প্রণীত ও আবর্তিত হবে; এবং এর উপর ভিত্তি করেই ইসলামী রাষ্ট্র ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠবে।"*। উপরন্তু, সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের সহযোগী রাষ্ট্রসমূহের ভূ-রাজনীতির শিকার হওয়ার পরিবর্তে খিলাফত রাষ্ট্র বিভিন্ন অঞ্চল ও বিশ্বজুড়ে শত্রু রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিবাদমান রাজনৈতিক দ্বন্দ্বসমূহ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবে, যাতে এটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত সুযোগসমূহের সদ্ব্যবহার করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চীন ও ভারতের মধ্যে বর্তমান বিবাদমান পরিস্থিতি ভারতকে অধিকার করার, এবং জিনজিয়াংয়ের (পূর্ব তুর্কিস্তান) নিপীড়িত উইঘুর মুসলিমদেরকে রক্ষার কাজে চীনের সাথে আলোচনা করার সুবর্ণ সুযোগ হতে পারে। বাস্তবিকই, প্রতিশ্রুত খিলাফতের প্রত্যাবর্তন অত্যাসন্ন, যা দয়া ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংকটে দ্রুত ধ্বসে পড়া পুঁজিবাদী বৈশ্বিক ব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রেক্ষাপটে প্রকট হয়ে ওঠা আদর্শিক শূন্যতাকে পূরণ করবে। এই অঞ্চলের মুসলিম ও অমুসলিমগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যেভাবে কোনরূপ বৈষম্য ছাড়াই ইসলামী ব্যবস্থার অধীনে বিভিন্ন সুবিধাদি এবং তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের পরিপূর্ণ সুরক্ষা উপভোগ করেছে, সেভাবে অচিরেই তারা প্রশান্তিময় জীবন অতিবাহিত করতে শুরু করবে, ইনশা'আল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

"আল্লাহ্ আমাকে পৃথিবী দেখিয়েছেন, সুতরাং আমি এর পূর্ব এবং পশ্চিম দেখেছি, এবং আমাকে দেখানো স্থানসমূহে আমার উম্মাহ্'র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।"[মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ